বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ
Economic Challenges of Bangladesh

৮

ভূমিকা
Introduction

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে চলার। বাংলাদেশের সামনে অনেক আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন- বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ইত্যাদি। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে তার বিভিন্ন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফল হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে দেশটি একটি উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৮.১ : বাংলাদেশের দারিদ্র্য
পাঠ ৮.২ : বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান
পাঠ ৮.৩ : বাংলাদেশের বেসরকারি খাত
পাঠ ৮.৪ : বাংলাদেশের শিল্পায়ন

মুখ্য শব্দ	দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কর্মসংস্থান, বিরাষ্ট্রীয়করণ, বেসরকারিকরণ, শিল্পায়ন ইত্যাদি।

পাঠ-৮.১ বাংলাদেশের দারিদ্র্য
Poverty of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

দারিদ্র্য
Poverty

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক সমস্যা। সমাজ নির্ধারিত জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত মানের চেয়ে বহুলাংশে কম তারাই দরিদ্র। সাধারণত: যে আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী এক কথায় যারা জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে অক্ষম তারাই দরিদ্র। আর এই দরিদ্র অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে। দারিদ্র্য বিষয়টি একান্তই আপেক্ষিক কেননা অন্য কোনো সচ্ছল গোষ্ঠীর তুলনায় এরা দরিদ্র ।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ **র‌্যাগনার নার্কস** বলেছেন, " A country is poor because it is poor" এ উক্তি দ্বারা এটি অনুধাবন করা যায় যে দারিদ্র্যের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন।

সমাজবিজ্ঞানী **গিলিনের** মতে, " যাদের জীবনযাপনের মান তাদের সমাজ নির্ধারিত জীবনযাপনের মানের চেয়ে নিচে তারাই দরিদ্র।

বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রদত্ত দারিদ্র্যের সংজ্ঞানুযায়ী," দারিদ্র্য বলতে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার হতে বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা বুঝায়।"

জাতিসংঘের **খাদ্য ও কৃষি সংস্থার** মতে, " যারা ২২০০ কিলোক্যালরি শক্তির সুষম খাদ্য পায় না তারাই দরিদ্র।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি
Poverty Situation in Bangladesh

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৩ শতাংশে। কিন্তু ২০২০ সালে কভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে দারিদ্র্যের শতকরা হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ ভাগে (সিপিডি ২০২০) জাতিসংঘের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্টের এক জরিপে দেখা যায় বিশ্বে ২.৮ বিলিয়ন বা প্রায় অর্ধেক মানুষের দৈনিক মাথাপিছু আয় ২ মার্কিন ডলার এবং ১.২ বিলিয়ন বা প্রায় এক পঞ্চমাংশ মানুষের দৈনিক মাথাপিছু আয় ১ মার্কিন ডলারের কম। এই জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দারিদ্র্য পীড়িত দেশ।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের পরিস্থিতির স্বরূপ নির্ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বা ক্রয় ক্ষমতার মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়। দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিশ্ব ব্যাংক কয়েকটি মানদণ্ডকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে যা নিম্নরূপ:

১। মাথাপিছু ক্যালরী গ্রহণ বা মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়;
২। একজন মানুষ বা পরিবারকে ন্যূনতম সুবিধা পেতে হলে দারিদ্র্য রেখার উপরে অবস্থানের বিষয়;
৩। দারিদ্র্যের মাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি সমষ্টিগত পরিমাপ।

২০১০ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে দৈনিক জনপ্রতি ২১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকারী জনসংখ্যা ৩১.৫% এবং দৈনিক জনপ্রতি ১৮০৫ কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণকারী বা চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ১২.১%। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিনিয়োগ এবং নানাবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে বিগত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশকে ছাড়িয়ে গেলেও এখনো এদেশের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। এই বিশাল জনগণকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে সরকার বদ্ধ পরিকর।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা প্রধানত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি এই তিনটি বিষয় দ্বারা বিচার করা হয়ে থাকে।

নিম্নে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা প্রসঙ্গটি আলোচনা করা হলো:

১। স্বাস্থ্যগত দারিদ্র্য: বাংলাদেশের বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেশি। শুধু তাই নয় মেয়ে শিশু মৃত্যুর হার ছেলে শিশু মৃত্যুর হারের চেয়ে বেশি। এ থেকে বুঝা যায় স্বাস্থ্য সুবিধার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণ শুধু বঞ্চিতই নয় বরং বৈষম্যেরও শিকার। তবে আশার কথা হলো সরকারের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সহায়তা ও স্বাস্থ্য নীতির সঠিক প্রয়োগের ফলে মাতৃ-মৃত্যু ও শিশু-মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

২। শিক্ষা বঞ্চিত দারিদ্র্য: বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জনগণের দারিদ্র্য বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে অনেক সময় সমাজের দরিদ্র্য পরিবারের শিশুরা মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। যা মানব সম্পদ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করছে। তবে সরকার সবার জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

৩। পুষ্টিগত দারিদ্র্য: বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিশু পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এর দরুন বেশিরভাগ শিশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এটি দারিদ্র্যের একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যও বলা যায়। এক্ষেত্রে সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। যেমন– বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, যুব প্রশিক্ষণ ও বিনিয়োগ সুবিধা ইত্যাদি।

তদুপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে বেসরকারিভাবে অনেক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ

Causes of Poverty in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য অন্যতম। এদেশে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, স্বল্প শিক্ষা, উন্নয়নের নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা ও বিভিন্ন দেশের শর্তারোপ দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত করছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ
২। পরনির্ভর অর্থনীতি
৩। দেশীয় উৎপাদন হ্রাস
৪। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব
৫। অনুন্নত অবকাঠামো
৬। অতিরিক্ত জনসংখ্যা
৭। দক্ষ মানব সম্পদের অভাব
৮। মূলধনের অভাব
৯। দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব
১০। প্রায়োগিক কারিগরি জ্ঞানের অভাব

১১। উৎপাদনমুখী শিক্ষার অভাব
১২। নারী শিক্ষার অপ্রতুলতা
১৩। ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি
১৪। আয়ের অসম বণ্টন
১৫। নিম্ন প্রবৃদ্ধির হার
১৬। নির্ভরশীল মানসিকতা
১৭। প্রতিকূল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি
১৮। প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ত আহরণ ও ব্যবহার
১৯। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা
২০। সহনশীল মানসিকতার অভাব

উপরোক্ত কারণসমূহ ছাড়াও আরো বহু রকম সমস্যার কারণে বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছে না।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের উপায়সমূহ

Ways of Reducting Poverty in Bangladesh

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে-

১। কৃষির প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা
২। দ্রুত শিল্পায়ণ করা
৩। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা
৪। প্রাকৃতিক সম্পদের সুপ্ত আহরণ ও সদ্ব্যবহার করা
৫। আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
৬। মূলধন গঠন করা
৭। প্রায়োগিক শিক্ষা বিস্তার করা
৮। কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা
৯। আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা
১০। নারীর ক্ষমতায়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
১১। বেকার সমস্যা সমাধানে উৎপাদনমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা
১২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ
১৩। সর্বস্তরে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি রোধ ও সুশাসন নিশ্চিত করা
১৪। সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করা।
১৫। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা
১৬। ভূমি সংস্কার করা
১৭। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা

উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দারিদ্র্য হ্রাস করার পথ অনেকটাই সুগম হবে।

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

Vicious Circle of Poverty

অনুন্নত দেশগুলো দারিদ্র্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অনুন্নত দেশগুলো কেন দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে আবর্তিত তা অধ্যাপক নার্কস দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, অনুন্নত দেশের দারিদ্র্যই অনুন্নতির অন্যতম কারণ। তার মতে, **"A country is poor because it is poor."** অর্থাৎ তিনি বলেছেন, একটি দেশ দরিদ্র কারণ ঐ দেশ দরিদ্র। এসব দেশে সব দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে। এসব প্রতিবন্ধকতা একদিকে দারিদ্র্যের কারণ আবার অন্যদিকে দারিদ্র্যের ফলশ্রুতি। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো চক্রাকারে ক্রিয়াশীল ও আবর্তিত বলে অধ্যাপক নার্কস

এগুলোকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নামে আখ্যায়িত করেন। অনুন্নত অর্থনীতিতে উপাদনের পরিমাণ কম বলে মূলধনের পরিমাণ কম। আবার মূলধন কম বলে উৎপাদনের পরিমাণ কম। এটিই মূলত দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের অন্যতম নিয়ামক।

সারসংক্ষেপ:

দারিদ্র্য বলতে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার হতে বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থা বুঝায়। একটি দেশ দরিদ্র কারণ ঐ দেশ দরিদ্র। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা প্রধানত স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি এই তিনটি বিষয় দ্বারা বিচার করা হয়ে থাকে। এদেশে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, স্বল্প শিক্ষা আন্তর্জাতিক শাসন ও শোষণের মধ্যে আবদ্ধ।

পাঠ-৮.২ বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান
Unemployment and Employment

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেকারত্বের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে বেকারত্বের সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বেকারত্ব
Unemployment

সাধারণত বেকারত্ব বলতে কর্মহীনতাকে বুঝায়। কিন্তু, অর্থনীতিতে বেকারত্ব বলতে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা থাকা এবং প্রচলিত মজুরিতে কাজ পেতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়াকে বুঝায়। ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ বেকার থাকতে পারে। আবার, সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যাদের কাজের ইচ্ছাও নেই, প্রয়োজনও নেই। এমন বেকারত্বকে ইচ্ছাকৃত বেকার বলা হয়। কিন্তু, যখন কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক হয়েও কাজ না পায়, তখন তাকে অনিচ্ছাকৃত বেকার বলে। অর্থনীতির ভাষায় বেকারত্ব মূলত এরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের প্রতিফলন।

বেকারত্বের প্রকারভেদ
Types of Unemployment

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই বেকারত্ব রয়েছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে তো বেকারত্ব আছেই, উন্নত দেশেও বেকারত্ব দেখা দেয় তবে সীমিত পরিসরে। নিম্নে বেকারত্বের ধরনসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১। **সংঘাতমূলক বেকারত্ব:** শ্রমের গতিশীলতার অভাব, উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাময়িক ক্রটি, নিয়োগ প্রাপ্তির তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে যদি শ্রমিক সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়ে তবে তাকে সংঘাতজনিত বেকারত্ব বলে । এই ধরনের বেকারত্ব সাময়িক হলেও সংখ্যায় অনেক।

২। **মৌসুমী বেকারত্ব:** ঋতুগত কারণ অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তনের ফলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয় তাকে মৌসুমী বেকারত্ব বলে। বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। এদেশের কৃষকরা কেবলমাত্র কৃষি মৌসুমে মৌলিক কাজের সাথে জড়িত থাকে। ফসলের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে তাদের কোনো কাজ থাকে না। ফলে তারা বেকার হয়ে পড়ে। কৃষি পণ্যের উপর নির্ভরশীল কতিপয় শিল্পের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়। উদাহরণসরূপ বলা যায় চিনি শিল্পের কথা। চিনি শিল্পের শ্রমিকরা বৎসরে মাত্র ছয় মাস কাজ করতে পারে। আখের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে তাদের আর কাজ থাকে না। ফলে তারা সাময়িক বেকার হয়ে পড়ে।

৩। **ছদ্মবেশী বেকারত্ব:** আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নিয়োজিত রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এসব অতিরিক্ত লোককে বেকার মনে না হলেও মূলত তারা বেকার। এ ধরনের শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হয়। অর্থাৎ তাদের শ্রমের দ্বারা মোট উৎপাদনে কোনো পরিবর্তন আসে না। **জোয়ান রবিন্সন** ছদ্মবেকারত্ব ধারণাটির উদ্ভাবক।

৪। **বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব:** অর্থনীতিতে বাণিজ্য চক্রের উত্থান-পতনের কারণেও বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। মন্দার সময় নিয়োগ হ্রাস পায় এবং বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের বেকারত্ব বাংলাদেশে খুবই কম। এ ধরনের বেকারত্বকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলে।

৫। **কাঠামোগত বেকারত্ব:** উৎপাদন কৌশল পরিবর্তনের ফলে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। দুটি কারণে শিল্প কাঠামোর পরিবর্তন হয়-(১) চাহিদার পরিবর্তন, (২) উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তন। সময়ের পরিবর্তনের ফলে অনেক

দ্রব্যের চাহিদা স্থায়ীভাবে হ্রাস পায়। ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় উৎপাদন কলা-কৌশল পরিবর্তন হলেও কিছু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। যেমন- উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে অনেক অদক্ষ শ্রমিক বেকার হতে পারে।

বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণ

Causes of Unemployment in Bangladesh

বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট। বিভিন্ন কারণে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিম্নে বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণগুলো আলোচনা করা হলো:

১। **কৃষির উপর নির্ভরশীলতা:** বাংলাদেশ এখনো শিল্পে অনগ্রসর। তাই কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা বেশিরভাগ শ্রমিককে কৃষির সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়। অধিকাংশ শ্রমিক দিনের পর দিন কৃষি ক্ষেত্রেই কাজ করে। ফলে তাদের শিল্প খাতে কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি হয় না। এতে তারা পরবর্তীতে শিল্প শ্রমিক হতে পারে না।

২। **দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** আমাদের দেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিবছর অসংখ্য কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু, দেশের উন্নয়নের গতি মন্থর বলে সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে না। এতে বেকার সমস্যা ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে।

৩। **শিল্পে অনগ্রসরতা:** বাংলাদেশে শিল্পন্নোয়ন প্রত্যাশিত মাত্রায় হচ্ছে না। বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশে বেসরকারি বিনিয়োগও আশানুরূপ নয়। অন্যদিকে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির ফলে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর অবস্থাও ভালো নয় । শিল্পখাতের এসব দুর্বলতা বাংলাদেশের বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ।

৪। **মৌসুমী বেকারত্ব:** বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। এদেশের কৃষকেরা কৃষি মৌসুমে নিজেদের নিয়োজিত রাখে। নির্দিষ্ট ফসলের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে তাদের আর কোনো কাজ থাকে না। ফলে বছরের বেশিরভাগ সময়ই তারা কর্মহীন থাকে।

৫। **কারিগরি শিক্ষার অভাব:** বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। এদেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই গতানুগতিক সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে। এতে তারা কর্মমুখী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে বহু শিক্ষিত জনগণ বেকার থাকে।

৬। **ছদ্ম-বেকারত্ব:** বাংলাদেশের কৃষিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নিয়োজিত আছে। এই অতিরিক্ত লোকদের উৎপাদন ক্ষমতা কোনো কাজে আসছে না। এই ধরনের বেকারত্ব ছদ্মবেশী বেকারত্ব। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, আমাদের কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারত্বের পরিমাণ ৪০ শতাংশেরও বেশি।

৭। **সংঘাতজনিত বেকারত্ব:** শ্রমের গতিশীলতার অভাব, নিয়োগপ্রাপ্তির তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, শ্রমিক সংগঠনের ত্রুটি, যন্ত্রপাতির অভাব ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির ত্রুটি প্রভৃতি কারণে শ্রমিকেরা সাময়িক বেকার হয়ে পড়ে। এই ধরনের বেকার সমস্যা সাময়িক হলেও বাংলাদেশে এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

৮। **মূলধনের অভাব:** বাংলাদেশের বেকারত্বের অন্যতম কারণ হলো মূলধনের ঘাটতি। মূলধনের অভাবে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি করা যায় না। এতে অনেক শ্রমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

৯। **বাণিজ্য চক্র:** উন্নত দেশে বাণিজ্য ব্যবস্থার মন্দার কারণে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল । তাই উন্নত দেশে মন্দার সৃষ্টি হলে তার প্রভাব বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশেও এর প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক মন্দা দেখা দিলে বাংলাদেশের রপ্তানি হ্রাস পায় এবং আমাদের রপ্তানি শিল্পে বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

১০। **কুটির শিল্পের অনুন্নতি:** বাংলাদেশের কুটির শিল্প সমৃদ্ধ নয়। অথচ আমাদের কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু, এই খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনেক অভাব রয়েছে। কুটির শিল্পের প্রসার না ঘটায় দেশের গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে।

১১। **অনুন্নত মানব সম্পদঃ** অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মানবসম্পদ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদির অভাবে অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। ফলে দেশে ও বিদেশে এ সমস্ত শ্রমিকের চাহিদা কম।

১২। **শ্রমের গতিশীলতার অভাবঃ** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো শ্রম গতিশীল নয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ অনুযায়ী দেশের সর্বত্র শ্রম গতিশীল হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

কাজেই বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে বাংলাদেশে বেকারত্ব প্রকট।

বাংলাদেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়

Ways of Solving Unemployment problem in Bangladesh

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় চ্যালেঞ্জ বেকারত্ব। দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রথমেই জোর দিতে হবে দারিদ্র্য দূরীকরণে। দেশের দারিদ্র্য সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

১। **কৃষি উন্নয়নঃ** বাংলাদেশের আবাদযোগ্য অনেক জমি অনাবাদী আছে। আবার এখনো অনেক জমি সেচের আওতায় আসেনি। এ সকল জমি আবাদের আওতায় আসলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে। কৃষি, স্মার্ট কৃষি ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিতে বিপ্লব আনা যেতে পারে। উৎপাদন বিশেষীকরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক চাষাবাদ করলে ব্যাপক কর্মসংস্থান হতে পারে।

২। **আত্ম-কর্মসংস্থানঃ** আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। যেমন- হাঁস মুরগির চাষ, গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতির মাধ্যমে সহজেই গ্রামের বেকার লোকেরা আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে।

৩। **শিল্পায়নঃ** শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতাই বাংলাদেশে বেকারত্বের মূল কারণ। দেশে বেকার সমস্যা দূর করতে হলে অতি দ্রুত শিল্পায়ন তরান্বিত করতে হবে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ভারী শিল্পগুলো সরকারের হাতে রেখে অন্যান্য শিল্পসমূহ বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে যা করা দরকার তা করতে হবে। বেসরকারি খাত চাঙ্গা হলে কর্মসংস্থান খুব সহজে বাড়তে থাকবে।

৪। **কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম বৃদ্ধি করাঃ** দেশে বিরাজমান কর্মসংস্থান ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি করে এর কার্যক্রম এবং ঋণদান পদ্ধতি সহজ করে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন লাভজনক ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াসে গ্রামের পুরুষ ও মহিলাদেরকে ঋণ প্রদান করতে হবে।

৫। **কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণঃ** কুটির শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য সরকারের উদার ঋণ নীতি গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য গ্রামাঞ্চলে পুরুষ ও মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

৬। **পল্লী পূর্ত কর্মসূচীঃ** বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে সারাবছরই পূর্ত কাজ থাকে। স্থানীয় অদক্ষ নারী পুরুষদের এসব পূর্ত কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

৭। **রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপনঃ** যেসব দ্রব্যের রপ্তানি সম্ভব সেসব পণ্য দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের সর্বত্র এই ধরনের শিল্প স্থাপন করতে হবে। এতে একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তথা রপ্তানি বাড়বে এবং অন্য দিকে কর্মসংস্থান বাড়বে।

৮। **আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণঃ** বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে হবে। পৃথিবীর যেসব দেশে পণ্য বাণিজ্য করার সম্ভাবনা রয়েছে সেসব দেশের সাথে একাধিক পণ্যের বাণিজ্য করা উচিত। তাতে করে তাদের নিকট বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা বাড়বে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে পণ্য উৎপাদন বাড়বে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

৯। **ইপিজেড এবং অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করা:** দেশে সরকারি ও বেসরকারি ইপিজেডের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

১০। **বিনিয়োগ মানসিকতা সৃষ্টি:** যুবকদেরকে নানা ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিনিয়োগ মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। কৃষির উৎপাদিত পণ্যের সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইনকে সমুন্নত করতে হবে।

১১। **আধুনিক ব্যবসা মাধ্যম:** ই-ট্রেড, ই-কমার্স, ই-ব্যবসার মাধ্যমে যুবকদের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে।

১২। **আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা:** ডেইরি, পোলট্রি ও ফিশারীজ খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩। **আমদানি বিকল্পন শিল্প স্থাপন:** যে সকল পণ্য আমাদের দেশে তৈরি করা সম্ভব সে সকল পণ্য আমদানি করা নিরুৎসাহিত করতে হবে। এবং সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরে এসব পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

১৪। **শ্রমনিবিড় শিল্প স্থাপন:** দেশে মূলধন নিবিড় শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি শ্রমনিবিড় শিল্প স্থাপন করতে হবে। যেমন- তৈরি পোশাক শিল্প একটি শ্রমনিবিড় শিল্প। এই শিল্পে আরো বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। তাতে রপ্তানি বাড়বে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে।

১৫। **বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা:** বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে স্থানান্তরিত হয়ে বহু দক্ষ ও অদক্ষ মানুষ কাজ করছে। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমাদের সকল ধরনের শ্রমিককে যথাযথ স্কীল ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিদেশে প্রেরণ করলে একদিকে প্রচুর রেমিট্যান্স অর্জিত হবে আরেক দিকে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

কাজেই কৃষি ও শিল্প উভয় খাতকে ঢেলে সাজালে বাংলাদেশের বেকারত্ব দূর হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

অর্থনীতিতে বেকারত্ব বলতে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা থাকা এবং প্রচলিত মজুরিতে কাজ পেতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়াকে বুঝায়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বেকারত্বের পাশাপাশি আছেই, উন্নত দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় চ্যালেঞ্জ বেকারত্ব। দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রথমেই জোর দিতে হবে দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সেই সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থানের বাস্তবমুখী উন্নয়ন কর্মকৌশল ও উন্নয়ন কার্যক্রমে।

পাঠ-৮.৩ বাংলাদেশের বেসরকারি খাত
Private Sector of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেসরকারিকরণ নীতির বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের শিল্পের বেসরকারিকরণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারবেন।

বাংলাদেশের বেসরকারিকরণ নীতি
Privatization Policy of Bangladesh

বেসরকারি খাত হচ্ছে অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা মূলত ব্যক্তি বা কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত এবং মুনাফা যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বেসরকারি খাত দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি, যা কর্মসংস্থান, রাজস্ব প্রদান, নানা খাতে বিনিয়োগ যথা- ব্যাংক, বীমা, টেলিকমিউনিকেশন্স, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, গার্মেন্টস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, সেবাখাত, ট্যুরিজম, চামড়া, চা, পাট, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগ, সরকারের বিভিন্নখাতে বিনিয়োগ, অংশিদারিত্ব ইত্যাদিক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রাখে।

শুরুতে শিল্পখাতে বিজাতীকরণের (Denationalization) মাধ্যমে বেসরকারি খাতের শুরু হলেও পরবর্তীতে সরকার আইন ও উন্নয়ন নীতির অংশ হিসেবে বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে শিল্পের বেসরকারিকরণের পক্ষে যুক্তি
Arguements for Privatization of Industries in Bangladesh

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে সরকার ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সকল বৃহৎ শিল্পকে জাতীয়করণ করেন। শ্রমিক শোষণ রোধ করা, উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এসব শিল্পসমূহকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, জাতীয়করণের পর এসব শিল্পসমূহ তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রায়াত্ত এসব প্রতিষ্ঠানে বরং উৎপাদন হ্রাস এবং ক্রমাগত লোকসান হয়। অতঃপর, সরকার এসব শিল্প থেকে লোকসান লাঘবের জন্য শিল্প থেকে পুঁজি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সাথে সাথে উৎপাদনে বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাড়াতে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পসমূহকে বেসরকারিকরণ করে।

নিম্নে শিল্পের বেসরকারিকরণের পক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা করা হলো-

১। **সরকারি শিল্পের অব্যাহত লোকসান:** রাষ্ট্রায়াত্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা , উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি কারণে প্রচুর লোকসান হচ্ছে। এসকল প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে সরকারকে প্রচুর ভর্তুকি প্রদান করতে হয়। তাই এই ক্ষতি এড়াতে রাষ্ট্রায়াত্ত এসব প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর প্রয়োজন।

২। **ব্যয় হ্রাস:** রাষ্ট্রায়াত্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সচল রাখতে প্রচুর অর্থের যোগান প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের পক্ষে এত বিপুল পরিমাণ অর্থের যোগান দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় সরকারের আর্থিক চাপ কমানোর জন্য এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। এতে বেসরকারি বিনিয়োগ তরান্বিত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

৩। **বেসরকারি খাতের উন্নয়ন:** কেবল সরকারি খাতের মাধ্যমে একটি অর্থনীতি তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। বেসরকারি বিনিয়োগকারীগণ নতুন নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে থাকে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হয়।

৪। **প্রযুক্তিগত উন্নয়নঃ** সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত পূর্ব থেকে চলতে থাকা প্রাচীন প্রযুক্তি ও পুরাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। অপর দিকে বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশল , দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির সমন্বয়ে মানসম্মত দ্রব্য উৎপাদন করে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও গতি বৃদ্ধি পায়।

৫। **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাসঃ** বাংলাদেশের সরকারি শিল্পসমূহ দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি কারণে সামনে এগুতে পারে না। তাই রাষ্ট্রীয় এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত।

৬। **দক্ষতা বৃদ্ধিঃ** বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শিল্পসমূহ দুর্নীতি, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন কার্যক্রম, স্বজনপ্রীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অব্যাহত লোকসানের সম্মুখীন হয়। কিন্তু বেসরকারি খাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশল , দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির সমন্বয়ে মানসম্মত দ্রব্য উৎপাদন করে। তাই উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জিত হয়।

৭। **প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিঃ** বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিযোগিতার কারণে উন্নত ও মানসম্মত পণ্য উৎপাদিত হয়।

৮। **রাজনৈতিক প্রভাবঃ** রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত রাজনৈতিক প্রভাব থাকে । তাই অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ হয় বা ভুল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মদক্ষতাই যোগ্যতার মাপকাঠি। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৯। **মুক্তবাজার অর্থনীতিঃ** বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে একটি শক্তিশালী বেসরকারি খাত অপরিহার্য। বাংলাদেশেও তাই একটি শক্তিশালী বেসরকারি খাত আবশ্যক।

১০। **সম্পদের সদ্ব্যবহারঃ** সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, সরকারের বেসরকারি বা পুঁজি প্রত্যাহার নীতি এদেশের শিল্পায়নে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। কারণ দেশে বহু নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে এবং অসংখ্য লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

বাংলাদেশে শিল্পের বেসরকারিকরণের বিপক্ষে যুক্তি

Arguements against Privatization of Industries in Bangladesh

বেসরকারিকরণের ফলে সমাজে আয় বৈষম্য প্রকট আকারে দেখা দেয়। নিম্নে বাংলাদেশে শিল্পের বেসরকারিকরণের বিপক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা করা হলো-

১। **অপরিকল্পিত শিল্পায়নঃ** বাংলাদেশে শিল্পের বেসরকারিকরণের ফলে দেশে অপরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত বিনিয়োগ দরকার। তাই জাতীয়করণের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

২। **শ্রমিক শোষণঃ** বাংলাদেশে শিল্পের বেসরকারিকরণের ফলে শ্রমিকরা শোষণের শিকার হচ্ছে। এক শ্রেণির মালিক ন্যায্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করছে। ফলে প্রায়ই শিল্প শ্রমিকরা তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে দেখা যায়।

৩। **আয় বৈষম্য বৃদ্ধিঃ** বেসরকারিকরণের ফলে সমাজে আয় বৈষম্য বেড়েছে। কারণ কেউ কেউ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছে আবার কেউ দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। আয় বৈষম্যের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি হচ্ছে।

৪। **অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনঃ** বেসরকারিকরণের ফলে কিছু উদ্যোক্তা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করছে। বিভিন্ন রকমের ভেজাল, মিথ্যাচার, দুর্নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে তারা নিয়মিত ঠকিয়ে যাচ্ছে।

৫। **শিল্পের কেন্দ্রীয়করণঃ** বাংলাদেশে শিল্পের বেসরকারিকরণের ফলে শিল্পের কাঁচামাল প্রাপ্তি প্রাধান্য অঞ্চল ভিত্তিতে শিল্প কারখানা গড়ে উঠে। এর ফলে শিল্পের কেন্দ্রীকরণ হয়ে যায় যা শিল্পের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

৬। **একচেটিয়া প্রভাব:** দেশের কিছু ভারি ও মৌলিক শিল্প আছে যেগুলো বেসরকারিকরণ করা হলে একচেটিয়া প্রভাব তৈরি হবে। যেমন-বিদ্যুৎ উৎপাদন, গ্যাস সরবরাহ, পরিবহন ব্যবস্থা, বিমান ব্যবস্থা এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭। **বেকারত্ব বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট। রাষ্ট্রীয় শিল্প বেসরকারিকরণের ফলে প্রচুর মানুষ চাকুরী হারায়। ফলে বেকারত্বের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে বিভিন্ন রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৮। **বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি:** শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে মূলধনের ঘাটতি একটি বড় সমস্যা। আর বৃহদায়তন শিল্প স্থাপনে আরো বেশি অর্থের প্রয়োজন। তাই আমাদের দেশে বৃহদায়তন শিল্পের ঘাটতি রয়েছে।

৯। **শিল্পোন্নয়নে ধীর গতি:** বাংলাদেশে অবাধ অর্থনীতির যুগে বেসরকারি খাতে শিল্পায়ন অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। দেশে প্রচুর বেকারত্ব। অধিক কর্মসংস্থান প্রয়োজন। তাই সরকারিভাবে বেশি বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বেকারত্ব নিরসন করা যাবে।

১০। **মূলধন গঠন:** সরকারিখাতে সহজে মূলধন গঠন করা সম্ভব। কিন্তু বেসরকারিখাতে মূলধন গঠন করা বেশ কঠিন।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ঢালাওভাবে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিলে চলবে না। তাহলে অর্থনৈতিক কল্যাণের বিষয়টি আড়ালে চলে যাবে।

সারসংক্ষেপ

বেসরকারি খাত দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি, যা কর্মসংস্থান, রাজস্ব প্রদান, নানা খাতে বিনিয়োগ যথা- ব্যাংক, বীমা, টেলিকমিউনিকেশন্স, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, গার্মেন্টস, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, সেবাখাত, ট্যুরিজম, চামড়া, চা, পাট, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগ, সরকারের বিভিন্নখাতে বিনিয়োগ, অংশিদারিত্ব ইত্যাদিক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রাখে।

পাঠ-৮.৪ বাংলাদেশের শিল্পায়ন
Industrialization of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে শিল্পায়নের উপায় ব্যখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব
Importance of Industrialization in Bangladesh Economy

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ হলেও এদেশের কৃষি ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু শুধু কৃষি উন্নয়ন হলেই দেশ সমৃদ্ধ হবে না। এক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনের সাথে সাথে শিল্পোন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। কারণ শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যায় এবং দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

১। **কৃষি উন্নয়ন:** বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন ছাড়া কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি, আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন- ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ফসল কাটার যন্ত্র, কীটনাশক, উন্নত সার ও বীজ ইত্যাদি। এসবের জন্য শিল্প দরকার।

২। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন দরকার। প্রেবিস-সিঙ্গারের তত্ত্বে জানা যায়, কৃষি পণ্যের মূল্য দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। ফলে কৃষির উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় না। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হলে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বিকাশ সাধন করা সম্ভব যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

৩। **বেকার সমস্যা সমাধান:** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুযায়ী কৃষিতে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তি ৪৫.১%, সেবাখাতে ৩৫.০৬% এবং শিল্পখাতে ১৭.৬৪%। এখানে লক্ষ্য করা যায়, শিল্প খাতে এখনো অনেক কম শ্রমশক্তি নিয়োজিত আছে। তাই শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

৪। **প্রাকৃতিক সম্পদের কাম্য ব্যবহার:** বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। প্রকৃতিক গ্যাস, কয়লা, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, পাট সম্পদ, চামড়া সম্পদ প্রভৃতি। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে নানা ধরনের শিল্প দ্রব্য তৈরি করা সম্ভব। এতে একদিকে দেশের মোট উৎপাদন বাড়বে অন্যদিকে বেকারত্ব দূর হবে এবং রপ্তানি বাড়বে।

৫। **ছদ্ম-বেকারত্ব হ্রাস:** দেশে শিল্পোন্নয়ন হলে কৃষি খাতে বিরাজমান অসংখ্য ছদ্ম বেকারের কর্মসংস্থান হবে। এসব বেকার জনগোষ্ঠী কৃষি ক্ষেত্রে অহেতুক কাজে লেগে আছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উৎপাদনে কোনো শেয়ার নেই। কিন্তু শিল্পোন্নয়ন হলে এসব শ্রমিকের দক্ষতা ব্যাপকভাবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৬। **অনুকূল বাণিজ্যিক ভারসাম্য:** বাংলাদেশে কেবল কৃষি দ্রব্যের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভারসাম্য অনুকূল করা অকল্পনীয়। কিন্তু শিল্পোন্নয়ন হলে কৃষি দ্রব্যের পাশাপাশি শিল্প দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক ভারসাম্য অনুকূল হতে পারে।

৭। **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন:** বাংলাদেশ প্রতিবৎসর খাদ্য শস্য, শিল্পের যন্ত্রাংশ, শিল্পজাত পণ্য প্রভৃতি আমদানি করে। দেশে শিল্পোন্নয়ন হলে রপ্তানি বাড়বে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তরান্বিত হবে।

৮। **জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি:** শিল্পায়ন হলে মানুষের আয় বাড়বে। তাতে বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে এবং সাথে সাথে ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। এতে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

৯। **বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে:** বাংলাদেশ প্রতি বৎসর প্রচুর টাকা খরচ করে বিভিন্ন কৃষি ও শিল্প দ্রব্য আমদানি করে থাকে। শিল্পে সমৃদ্ধ হলে বিভিন্ন আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমদানি ব্যয় হ্রাস করা যাবে। এতে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

১০। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রসঙ্গ:** বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়. জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কারণে ফসলের উৎপাদন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু শিল্প দ্রব্য উৎপাদনে আবহাওয়া তথা প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয় না। তাই বেশি করে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে শিল্পায়ন তরান্বিত করতে হবে।

সর্বোপরি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে অবশ্যই শিল্পায়নের উপর জোর দিতে হবে। চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে শিল্পোন্নয়ন।

বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের উপায়

Ways of Industrialization in Bangladesh

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের অগ্রগতি অত্যাবশ্যক। শিল্পোন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের পথে যে সকল বাধা আছে সেগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

১। **সরকারি সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা:** শিল্পায়নের জন্য সরকারের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। মৌলিক, ভারী, জনকল্যাণমূলক, অলাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকারকেই প্রত্যক্ষ সহায়তা এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। যেমন- বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি।

২। **মূলধনের যোগান বৃদ্ধি:** শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন গঠন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দিতে হবে। সুদের হারের উপর সঞ্চয় নির্ভর করে। সুদের হার বাড়লে সঞ্চয় প্রবণতা বাড়বে, মূলধন গঠন বাড়বে, বিনিয়োগ বাড়বে এবং উৎপাদন বাড়বে।

৩। **পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ:** বাংলাদেশে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বেশি সংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিল্প ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। শিল্প স্থাপনের জন্য ঋণ সরবরাহ সহজ করতে হবে।

৪। **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা:** শ্রমিকদেরকে দক্ষ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিক অপরিহার্য। এতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে।

৫। **মূলধনী দ্রব্য আমদানি:** দেশে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বিলাসজাত পণ্য আমদানি রোধ করতে হবে।

৬। **কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি:** দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক ভোকেশনাল এবং পলিটেকনিকেল ইনস্টিটিউট , ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৭। **আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন:** বেশি করে আমদানি বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এতে একদিকে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে এবং অন্যদিকে অর্থনীতি স্বনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হবে।

৮। **রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা:** রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ আমদানি করা সম্ভব। ফলে শিল্পায়ন তরান্বিত হবে।

৯। **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন:** পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুত আনা নেয়া সম্ভব হবে। আবার উৎপাদিত দ্রব্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতেও উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার বিকল্প নাই।

১০। **সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন:** যেকোনো বৃহৎ উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা একান্ত দরকার। দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার। শিল্প দ্রব্য আমদানি, রপ্তানি, বিনিয়োগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকলে শিল্পায়নের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে।

১১। **বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে শিল্পায়নের জন্য বেসরকারি খাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস এবং বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। এতে দেশে দ্রুত শিল্পায়ন তরান্বিত হবে।

১২। **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:** দেশে ঘনঘন হরতাল, ধর্মঘট,অবরোধ প্রভৃতি থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পায়। তাই দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান রাখা জরুরি। এক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতা থাকতে হবে।

কাজেই বলা যায় বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়ন হলে অর্থনীতির অনেক মৌলিক সমস্যা সমাধান হবে। জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

সারসংক্ষেপ:

কৃষি উৎপাদনের সাথে সাথে শিল্পোন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। কারণ শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যায় এবং দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব। শিল্পোন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের পথে যে সকল বাধা আছে সেগুলো দ্রুত সমাধান করতে হবে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের পরিস্থিতি আলোচনা করুন। (Define Poverty. Discuss the situation of poverty in Bangladesh).

২। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণসমূহ আলোচনা করুন। (Discuss the causes of poverty in Bangladesh).

৩। বেকারত্ব কাকে বলে? বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকারভেদ আলোচনা করুন। (What is unemployment? Discuss the types of unemployment in Bangladesh).

৪। বাংলাদেশে বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন। (Describe the ways of solving unemployment problem in Bangladesh).

৫। বাংলাদেশে শিল্পের বেসরকারিকরণের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিন। (Give arguements for and arguements against privatization of Industries in Bangladesh).

৬। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করুন। (Discuss the importance of Industries in Bangladesh economy).

৭। বাংলাদেশে শিল্পায়নের উপায়সমূহ আলোচনা করুন। (Discuss the ways of Industrialization in Bangladesh).